ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

॥ সংবাদ বিজ্ঞপ্তি ॥

অদৃশ্য অর্থনীতির প্রভাবে আয়-বৈষম্য ও দুর্নীতি বাড়ছে

বাংলাদেশে অদৃশ্য অর্থনীতির আকার ১০ শতাংশ থেকে ৩৮ শতাংশের মধ্যে প্রাক্কলিত

ঢাকা, রবিবার, ৯ জানুয়ারি ২০১১: বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কালো টাকার আকার নিয়ে পরিচালিত এক গবেষণায় 'অদৃশ্য অর্থনীতি' মোট জিডিপি'র ১০ শতাংশ থেকে ৩৮ শতাংশের মধ্যে উঠানামা করছে উল্লেখ করে বলা হয়েছে, এর প্রভাবে দেশে আয়-বৈষম্য ও দুর্নীতি ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

আজ জাতীয় প্রেসক্লাবে আয়োজিত এক আলোচনা সভায় "বাংলাদেশের অদৃশ্য অর্থনীতি: আকার প্রাক্কলন এবং নীতি সংক্রান্ত প্রভাব" শীর্ষক এক নিবন্ধ উপস্থাপনায় বলা হয়, মুদ্রা সরবরাহ মডেল অনুসরণে ১৯৭৫-২০০৮ সালে অদৃশ্য অর্থনীতির আকার ১০.১ শতাংশ হলেও সাম্প্রতিককালের জনপ্রিয় MIMIC পদ্ধতি অনুসারে ১৯৯৬ সাল থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত অদৃশ্য অর্থনীতির গড় আকার ৩৮.১ শতাংশ ছিল।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) এর ফেলোশিপ কর্মসূচির আওতায় পরিচালিত উক্ত গবেষণা নিবন্ধটি উপস্থাপন করেন যুক্তরাষ্ট্রের নিউ অরলিনস্ বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ অফ বিজনেস এ্যাডমিনিস্ট্রেশনের অর্থনীতি ও ফাইন্যান্স বিভাগের অধ্যাপক ড. এম. কবির হাসান। টিআইবি'র ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান এম. হাফিজউদ্দিন খানের সভাপতিত্বে উক্ত আলোচনায় বক্তব্য রাখেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা সৈয়দ মঞ্জুর এলাহী, বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্ণর ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন, ইউআইইউ-র ড. এ. কে. এনামুল হক, অতীশ দীপঙ্কর ইউনিভার্সিটির ড. মাহবুব আলী, টিআইবি'র নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান প্রমুখ।

নিবন্ধে "আয়কর ফাঁকির উদ্দেশ্যে উৎপাদিত পণ্য এবং সেবা থেকে প্রাপ্ত অপ্রকাশিত আয়"-কে 'অদৃশ্য অর্থনীতি বুঝানো হয়েছে। নিবন্ধে তিনটি সমন্বিত গবেষণা পদ্ধতির উল্লেখ করা হয়েছে – ১) মুদ্রা চাহিদা মডেল, ২) পরিমাণবাচক মডেল যা বহুসূচক, বহুকারণ বা সংক্ষেপে MIMIC মডেল নামে পরিচিত এবং ৩) বাংলাদেশের আর্থিক এবং অর্থনীতি বিষয়ে ২০২ জন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের ওপর পরিচালিত এক জরিপ।

২০১০ সালের ১০ জুন থেকে ১০ জুলাই পর্যন্ত ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনায় পরিচালিত জরিপে দেখা যায়, প্রায় তিন-চতুর্থাংশ উত্তরদাতা অদৃশ্য অর্থনীতিকে দেশের জন্য ক্ষতিকর বলে মনে করেন। উত্তরদাতাদের প্রায় ৮২.৭ শতাংশ জরিপের এই প্রশ্নের সাথে সহমত পোষণ করেন যে, কালো টাকার প্রভাবে আয়-বৈষম্য বৃদ্ধি পায় এবং ৮৬.২ শতাংশ উত্তরদাতা মনে করেন কালো টাকার কারণে দুর্নীতি বাড়ে শেষ পর্যন্ত যা আয়-বৈষম্য বৃদ্ধি করে।

অন্যদিকে, মোট উত্তরদাতার ৫০.৫ শতাংশ জরিপের এই অভিমতের সাথে একমত যে, কালো টাকা সার্বিকভাবে উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। প্রায় ১৯ শতাংশ উত্তরদাতা কালো টাকা দেশের জন্য ক্ষতিকর নয় বলে জানিয়েছেন। আবার ৪৮.৫ শতাংশ উত্তরদাতা কালো টাকা সাদা করার সুবিধা পুরোপুরি বন্ধ করার পক্ষে মত দিলেও প্রায় ১৭ ভাগ উত্তরদাতা এই সুবিধা বহাল রাখার পক্ষে মত দিয়েছেন। উল্লেখ্য, ১৯২৩ জন ব্যক্তি ২০০৯-২০১০ অর্থ বছরে অপ্রদর্শিত প্রায় ১ হাজার ২১৩ কোটি টাকা সাদা করেছেন।

দেশে অদৃশ্য অর্থনীতির আকার কমাতে কর প্রশাসনের সুশাসন এবং সরকারের বাস্তবধর্মী নীতি প্রণয়নের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। নিবন্ধে নীতি নির্ধারকদের উদ্দেশ্যে নিম্নবর্ণিত পর্যবেক্ষণ তুলে ধরা হয়: ১) কর হারের ব্যাপক হ্রাস করা হলেও অদৃশ্য অর্থনীতির আকার খুব বেশি কমবে না, তবে কর হ্রাসের ফলে অদৃশ্য অর্থনীতির আকার স্থিতিশীল হতে পারে। ২) প্রত্যক্ষ করের বদলে পরোক্ষ কর প্রতিস্থাপনের পর কর দেওয়ার প্রবণতা নাও বাড়তে পারে, কারণ গড়পড়তা কর হারের চেয়ে প্রান্তিক কর হার অদৃশ্য অর্থনীতির ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে জনগণের কাছে প্রাসঙ্গিক হিসেবে বিবেচিত হয়। ৩) ঘন ঘন কর অডিট এবং কর ফাঁকির জন্য গুরুতর শাস্তির ব্যবস্থা করা হলে অদৃশ্য অর্থনীতির আকার হ্রাস পেতে পারে। ৪) কিছু সুনির্দিষ্ট অদৃশ্য অর্থনীতি সংক্রান্ত কর্মকান্ড যেমন: শ্রম বাজারের উদারিকীকরণকে সরকার আইনী বৈধতা দেওয়ার ওপর গুরুত্ব আরোপ করতে পারে। ৫) আইন-কানুনের উদারিকীকরণ এবং অর্থনীতিকে আরো প্রতিযোগিতামূলক করার ক্ষেত্রে ব্যাপক সংস্কার সাধন করা হলে দুর্নীতির প্রণোদনা কমে যায়। এর ফলে অদৃশ্য অর্থনীতি থেকে অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলো আইনসম্মত অর্থনীতির দিকে ঝুঁকে পড়ে। এবং ৬) আইনের ক্রমাগত প্রসার না ঘটিয়ে কিছু সুনির্দিষ্ট আইন-কানুনের কঠোর প্রয়োগের ওপর সরকারের সবিশেষ মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন।

দেশের সামগ্রিক অর্থনীতির ওপর থেকে অদৃশ্য অর্থনীতির ক্ষতিকর প্রভাব এড়াতে নিবন্ধে ১১ দফা সুপারিশ তুলে ধরা হয়। উল্লেখযোগ্য সুপারিশ হলো: কালো টাকা সাদা করার সুযোগ সম্পূর্ণ প্রত্যাহার এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং জাতীয় রাজস্ব রোর্ডের মধ্যে কার্যকর অটোমেশন পদ্ধতির প্রচলন করে কালো টাকা সাদা করার সকল উৎসকে চিরতরে বন্ধ করে দেওয়া, কর-আইনের সহজীকরণ এবং কর ফাঁকির জন্য কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা, সকল নীতি নির্ধারকদের দুর্নীতি দমন কমিশনের কাছে সম্পদের বিবরণ জমা দেওয়া, দুদক এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের পূর্ণ স্বাধীনতা নিশ্চিত করা, কর-ভার লাঘব করা, রাজস্ব এবং বাণিজ্যিক আইন-কানুন কমানো, ঝামেলামুক্ত কর ব্যবস্থা চালু করা, এবং মহাহিসাব নিরীক্ষক অফিস, নির্বাচন কমিশন ও দুর্নীতি দমন কমিশনের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে কালো টাকার মালিকদের রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতার সুযোগ বন্ধ করা ইত্যাদি।

গণমাধ্যম যোগাযোগ

রিজওয়ান - উল - আলম
পরিচালক - আউটরিচ এন্ড কমিউনিকেশন
মোবাইল: ০১৭১৩ ০৬৫০১২